সাবরিনার নামে দুটি এনআইডি কেন, ইসির কাছে প্রশ্ন দুদকের

জেকেজি হেলথ কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনার দু’টি এনআইডির (জাতীয় পরিচয়পত্র) সন্ধান পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তবে তিনি কীভাবে একাধিক এনআইডি পেয়েছেন, তা জানতে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে দুদক।

বুধবার (২৬ আগস্ট) দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ‘ডাক্তার সাবরিনার দু’টি এনআইডির বিষয়ে জানতে নির্বাচন কমিশনের সচিব বরাবর গত ১৯ আগস্ট চিঠি দিয়েছে দুদক। ’ ডা. সাবরিনার দু’টি জাতীয় পরিচয়পত্র বর্তমানে সচল এবং দু’টিতে তার একই নাম। চিঠিতে একই নাগরিক কীভাবে দু’টি জাতীয় পরিচয়পত্র রাখতে পারে, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে গত ২৩ জুন জেকেজির সিইও আরিফসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করে তেজগাঁও থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় তেজগাঁও থানায় প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করে। মামলার তদন্তে জেকেজির চেয়ারম্যান ডা. সাবরিনার নাম এলে গত ১২ জুলাই তাকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে এ মামলার সব আসামি কারাগারে রয়েছেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

প্রতারণার অভিযোগে নাইজেরিয়া

ও ঘানার ৪ নাগরিক আটক

ফেসবুকে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে চার বিদেশি (নাইজেরিয়ান ও ঘানা) নাগরিককে আটক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অর্গানাইজড ক্রাইমের একটি টিম।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর মালিবাগ সিআইডি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বিশেষ পুলিশ সুপার (এসএসপি) সৈয়দা জান্নাত আরা।

প্রতারণার অভিযোগে আটক চারজনের মধ্যে নাইজেরিয়ান দুই নাগরিক হলেন- মরো মহাম্মদ, মরিসনও এবং ঘানার দুই নাগরিক সিসম ও এন্থনী। এ সময় তাদের কাছ থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ৬টি ল্যাপটপ, বেশকিছু সিম এবং ৬টি বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে : জাফরুল্লাহ

দেশের টোটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

বুধবার ধানমণ্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে প্লাজমা ও ব্লাড ডোনেশন সেন্টারে সদ্য করোনা মুক্ত হয়ে প্লাজমা ডোনেট করতে আসেন বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। এসময় ডা. জাফরুল্লাহ দেশের সার্বিক করোনা পরিস্থিতি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এসময় হাসপাতালের মাইক্রোবায়ালজি বিভাগের অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমান, প্যাথলজি ডিপার্টমেন্টর প্রধান গোলাম মোহাম্মদ

কোরাইশি, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রেস উপদেষ্টা মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু, গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালের পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও সনোলজিস্টি মোহাম্মদ শওকত আলী আরমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, রুমিন ফারহানা এখনো পুরো সুস্থ না, তবুও তিনি প্লাজমা দিতে এসেছেন। এটা চমৎকার ব্যাপার। আমরা গৌরব বোধ করছি রুমিন নিজ থেকে এটা করেছেন। আমরা তার সাথে কোনো যোগাযোগ করিনি। তিনি খুব সজাগ একজন নাগরিক যিনি জনগণের জন্য এতোটাই ভাবেন। রুমিন ফারহানা একটা চমৎকার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন, আমি চাই করোনা থেকে সুস্থ অন্য এমপিরাও প্লাজমা দানে এগিয়ে আসবেন। যারা করোনা আক্রান্ত নন তারাও নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, দেশে প্লাজমা সংগ্রহ এখনো পর্যাপ্ত না। তাই প্রতিটি করোনা আক্রান্ত মানুষকে প্লাজমা দানে এগিয়ে আসতে হবে। একজন মানুষের প্লাজমা দিয়ে ৫ জন রোগীকে চিকিৎসা দেয়া যায়।

রুমিন ফারহানা বলেন, করোনা লুকিয়ে রাখার বিষয় না। সে কারণে করোনা পজিটিভ জানার সাথে সাথে আমি ফেসবুকে সেটা জানিয়েছি। দেশের সব মিডিয়ার সাংবাদিক ভাইয়েরা সেটা নিয়ে সংবাদ করে সবাইকে জানিয়েছেন। এতে আমার আমার প্রতিবেশী এবং আমার সাথে যাদের যোগাযোগ করার কথা তারা সতর্ক থাকতে পেরেছেন।

তিনি আরও বলেন, করোনার শুরু থেকেই আইসিইউ-ভেন্টিলেটর দূরেই থাকুক সরকারি হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত অক্সিজেনও নেই। প্লাজমা থেরাপির মাধ্যমে রোগীদের যদি আইসিইউ পর্যন্ত যেতে না হয়, বা রেমডিসিভির এর মত দামি ওষুধ নিতে না হয় তাহলে সেটাও অনেক বড় একটা প্রাপ্তি।

আমি বিশ্বাস করি করোনা থেকে সেরে ওঠা প্রতিটা মানুষ যদি অন্য কোনো বড় অসুস্থতায় আক্রান্ত না থেকে থাকেন তাহলে প্লাজমা দেয়া তাদের কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্যটিই পালন করতে এসেছি। আমার জেনে খুব ভালো লাগছে এই রক্ত দিয়ে ৫ জন গুরুতর অসুস্থ করোনা রোগী উপকৃত হবেন।

আমি আশা করি, করোনা থেকে সেরে ওঠা প্রতিটি মানুষ প্লাজমা দেবেন। এই ভয়ঙ্কর মহামারীর সময় সরকার আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি, তাই আমাদের সকলের উচিত নিজেদের পাশে দাঁড়ানো।

তিন বছর পার করলো রোহিঙ্গারা, প্রত্যাবাসনে নেই অগ্রগতি

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় ৩ বছর পার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রোহিঙ্গাদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে বা প্রত্যাবাসনে এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। সেবা সংস্থাদের কেউ কেউ বলছেন বর্তমানে প্রাণঘাতী রোগ করোনাভাইরাসের কারণে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া থেমে আছে।

করোনা সংকটেও রোহিঙ্গাদের বিষয়ে আলোচনার কোন ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। অতএব কবে নাগাদ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা নিশ্চিত কোন দায়িত্বশীল সংস্থা বলতে পারছে না।

এদিকে মঙ্গলবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দিবসে উখিয়ার কুতুপালং এলাকায় রোহিঙ্গাদের মধ্যে কোন মিটিং মিছিল হয়নি বলে জানিয়েছেন উখিয়া থানার এসআই কামরুল হাসান। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর জাতিগত নির্যাতনের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় শুরু করেন রোহিঙ্গারা।

গত ৩ বছরে প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়েছে। এই কমিটি কয়েক দফা বৈঠকের পরেও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অগ্রগামী হয়নি। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। সে অনুযায়ী একই বছর ১৯ ডিসেম্বর মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় এলে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপটি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্ত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় কোন অগ্রগতি দেখাতে পারেনি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে মিয়ানমারকে যাচাই-বাছাই শেষে চার দফায় এ পর্যন্ত প্রায় ছয় লাখ লোকের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে মাত্র ১০ হাজার রোহিঙ্গার নাম যাচাই-বাছাই করেছে মিয়ানমার। সর্বশেষ চলতি বছর ১৮ মার্চ মিয়ানমারের কাছে চার লাখ ৯২ হাজার রোহিঙ্গার তালিকা হস্তান্তর করা হয়। সেই তালিকা হস্তান্তরের পর করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় প্রত্যাবাসনে বাধা হয়ে দাড়ায়।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে চার দফায় রোহিঙ্গা তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দেওয়া হলেও সে প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মিয়ানমারকে এ তালিকা দ্রুত যাচাইয়ের জন্য তাগিদ দেওয়া হলেও তারা করেনি। চলতি বছরের জুনের শেষ দিকে রাখাইনে নতুন করে সেনা অভিযান শুরু করেছে মিয়ানমার। আরাকান বিদ্রোহীদের দমনে এই অভিযান পরিচালনা করছে দেশটি। বিদ্রোহীদের দমনের লক্ষ্যে আরাকানের ১০ হাজার স্থানীয় বাসিন্দাকে এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে রোহিঙ্গাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

কক্সবাজারস্থ শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মো. মাহবুব আলম তালুকদার বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশে সবসময় প্রস্তুত রয়েছে। প্রক্রিয়া দ্রুত শুরুর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। শুরু থেকে বাংলাদেশ বলে আসছে কোনো রোহিঙ্গা নাগরিককে জোর করে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হবে না।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চাই: প্রধানমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে চান বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বুধবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় বঙ্গবন্ধু-কন্যা বলেন, ‘পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাজাতে দেওয়া হতো না। ভাষণ বাজাতে চাওয়ায় অনেককে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে এখন সবাই বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে পারছে। নতুন প্রজন্মের আগ্রহটা, বিশেষ করে তারা যে সুন্দরভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে এ জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।’

তিনি বলেন, ‘জাতির পিতা যে পথ আমাদের দেখিয়ে গেছেন, সেই পথ ধরেই দেশকে এগিয়ে নিতে চাই। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই।’

শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশকে যদি আমরা ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত করে সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে চাই, অবশ্যই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে জন-গনের দোর গোড়ায় পুলিশি সেবা পৌছে দিতে বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম,

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই হেলাল উদ্দিন,বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ^◌াস, বামন্দী ইউপি সদস্য কামাল হোসেন সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ। বিট পুলিশিং কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক আলোচনা করেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ^◌াস তার বক্তব্য বলেন, পুলিশের এমন উদ্যোগে সাধান মানুষ যেমন উপকৃত হবে, তেমনি সমাজে ঘটে যাওয়া ছোট খাট অপরাধ গুলো কমে যাবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন, বিট পুলিশিং কার্যক্রমের ফলে এখন থেকে আর সাধারন মানুষকে কষ্ট করে থানায় যেতে হবে না। বিট পুলিশি দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা স্থানীয়দের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ছোট খাট বিষয় গুলো সমাধান করতে পারবেন।

যে সমস্যা গুলো বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে সমাধান হবে না সেগুলোর বিষয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ দেখভাল করবেন। এর ফলে মানুষ পুলিশের সেবা বাড়িতে বসেই পাবে। এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হলেও পর্যায় ক্রমে ওয়ার্ড কিংবা গ্রাম পর্যায়ে বিট পুলিশিং কার্যক্রম চালু করা হবে।

মেহেরপুরে আজ নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ২৯ জন

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ২৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৪৮৩ জন।
আজ সন্ধা ৬ টার সময় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৮০টি রিপোটের মধ্যে ২৯ টি পজিটিভ। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ২৪টি, গাংনীতে ৩টি এবং মুজিবনগরে ২টি। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩২৪৬ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১৭৩ (সদর-১১০, গাংনী- ৪৬, মুজিবনগর -১৭) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১০ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৪, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন ২৬৭ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ২৯ জনকে।

নমুনা ৩৪৩৮+৩৫ সদর ও হাসপাতাল ৪+১৯= ২৩, গাংনী-১০, মুজিবনগর-২। ফলাফল- ৩১৬৬+৮০= ৩২৪৬টি। পজিটিভ-২৯টি (সদর-২৪, গাংনী-৩, মুজিবনগর-২)। বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ১৭৩, সদর ১১০, গাংনী ৪৬, মুজিনগর ১৭। মৃত্যু ১০, সুন্ত ২৬৭, ট্রান্স ২৯।

গাংনী-৩
কাজীর মোড় চৌগাছা- নুরুল ইসলাম (৭০), বামুন্দী- সাবিত হাসান (৫), মালশদাহ-আসাদুজ্জামান (৪৬)

মুজিবনগর-২ জন
এ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হসপিটাল- আঃ রাজ্জাক (৩৮), বাগোয়ান-সুজন (২৫)

মেহেরপুর সদর ২৪ জন
মল্লিকপাড়া- অনন্ত কুমার সাহা, দিঘিরপাড়া- আতিয়ার, রাধাকান্তপুর- আতাহার আলী, বারাদী – লালমতি, হোটেল বাজার – গুল মহাম্মদ, রাইপুর – আলতাব উদ্দীন, স্টেডিয়াম পাড়া – আব্দুস সামাদ, বন বিভাগপাড়া – আশরাফ আলী, ঈদগা পাড়া – রোকেয়া বেগম, সদর হসপিটাল- শারমিন আক্তার, স্পেডিয়াম পাড়া-সফিকুল ইসলাম, ঘোষপাড়া- ইউনুস মাষ্টার, চাঁদবিল- আবুল কাশেম, গোভীপুর-সফিকুল ইসলাম, হালদার পাড়া -তপন কুমার সাহা, আমঝুপী – তুহিন আলী, পুরাতন পোষ্ট অফিস পাড়া-মনোয়ারা বেগম, লিজা

এস কে সিনহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের পরিচালক বেনজীর আহমেদ। এর আগে ৪ ডিসেম্বর কমিশনের সভায় ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র অনুমোদন দেওয়া হয়।

গত বছরের ১০ জুলাই দুদক পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন বাদী হয়ে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকায় মামলাটি করেন। সূত্র- কালের কন্ঠ

শক্তিশালী ৬০০০ মিলি অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারির ইনফিনিক্স ‘হট ৯ প্লে’

টেক-ট্রেন্ডি তরুণদের চাহিদা পূরণের জন্য অভিনব ডিজাইনের প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড ইনফিনিক্স বাংলাদেশের বাজারে তাদের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হট সিরিজের নতুন সংস্করণ হট ৯ প্লে নিয়ে এসেছে। শক্তিশালী ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বিশাল ব্যাটারি ও ৬.৮২ ইঞ্চি এইচডি প্লাস সিনেমেটিক ডিসপ্লের অসাধারণ এক্সপেরিয়েন্সের জন্য ফোনটি এরইমধ্যে ব্যবহারকারীদের মাঝে বিপুল সাড়া ফেলেছে।

স্পেসিফিকেশনস

ইনফিনিক্স হট ৯ প্লে স্মার্টফোনটি দুটি সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের বাজারে ৪ জিবি/৬৪ জিবি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ডের এবং ২ জিবি/৩২ জিবির সংস্করণে পাওয়া যাচ্ছে। নতুন এ ফোনটিতে জিপিএস, ওয়াইফাই, ব্লু-টুথ, জি-সেন্সর, ই-কম্পাস, এল-সেন্সর, প্রক্সেমিটি সেন্সর ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট সুবিধা রয়েছে। ব্যাটারি

তরুণ প্রজন্মের সারা দিনের ফোনের ব্যবহারের সুবিধা দিতে স্মার্টফোনটিতে সুবিশাল-শক্তিশালী ৬০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি রয়েছে। যার কারণে একবার সম্পূর্ণ চার্জ করে নিলে

ফোনটিতে ৩৪ দিনেরও বেশি স্ট্যান্ডবাই সুবিধা পাওয়া যাবে। নতুন এ স্মার্টফোনটি দিয়ে প্রায় দেড় দিন টানা কথা বলা যাবে। যা বাজারের অন্য কোনো ফোনে সম্ভব নয়। বিশাল এ ব্যাটারি নিঃসন্দেহে আপনাকে দীর্ঘ সময় জুড়ে স্মার্টফোনটি ব্যবহারের সুবিধা দিবে। শক্তিশালী ব্যাটারির এ ফোনটিতে ১৩ ঘণ্টার বেশি গেমস খেলা এবং ১৫ ঘণ্টারও বেশি ভিডিও দেখার সুযোগ থাকছে। ব্যাটারি ব্যাকআপের ক্ষেত্রেও অনেকটা এগিয়ে রয়েছে এ ফোনটি।

ডিজাইন

অসাধারণ ডিজাইনসহ বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে ইনফিনিক্সের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত হট সিরিজের নতুন এ ফোনটি। হট ৯ প্লেতে থাকা ৬.৮২ ইঞ্চির সিনেমাটিক ডিসপ্লে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের মুভি, গেমিং ও স্ট্রিমিংয়ের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত ভিউইং অভিজ্ঞতা দিবে। নতুন প্রজন্মের মোবাইল ফোনের গেমারদের গেমিং এক্সপেরিয়েন্সকে আরও সমৃদ্ধ করতে স্মার্টফোনটিতে আইম্যাক্স মুভি রেশিওর সমান ২০:৫:৯ ফুল ভিউ রয়েছে। বিনোদন জগতে ক্লান্তহীনভাবে মগ্ন থাকার এক অপূর্ব সুযোগ সহ জেম কাট টেক্সচার সমৃদ্ধ এ ফোনটি ভায়োলেট, ওশান ওয়েভ, কোয়েটজল সায়ান ও মিডনাইট ব্ল্যাক এ মোহনীয় চারটি রংয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্যামেরা

চমৎকার ফটোগ্রাফির জন্য স্মার্টফোনটিতে ফ্ল্যাশলাইটসহ সামনে ৮ মেগা পিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এবং পেছনে ট্রিপল এলইডি ফ্ল্যাশলাইটসহ ১৩ মেগা পিক্সেলের এআই লেন্স যুক্ত করা হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহৃত হওয়ায় এ ক্যামেরা দিয়ে অসাধারণ সব ছবি তোলার জন্য রয়েছে একাধিক ফিচার।

অপারেটিং সিস্টেম

অ্যান্ড্রয়েড ১০ এর সাথে এক্সওএস৬ ব্যবহার করায় ভিডিও দেখা ও গেমস খেলার জন্য পারফেক্ট ফোন হট ৯ প্লে। ফোনটিতে রয়েছে হেলিও এ২৫ ২.০ গিগাহার্টেজের বিল্ট-ইন সিপিইউ। অক্টাকোর প্রসেসরের এ ফোনটিতে ৪জি/৩জি/২জি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট করবে।

দাম

স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের ফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও

চমকপ্রদ করতে ৪ জিবি/৬৪ জিবি ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ডের সংস্করণটি মাত্র ৯ হাজার ৯৯০ টাকায় এবং ২ জিবি/৩২ জিবির সংস্করণটি মাত্র ৭ হাজার ৯৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে টেক-ট্রেন্ডি এই হট ৯ প্লে স্মার্টফোনটি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সংসার চালাতে এখন সবজি বিক্রি করেন বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটার

করোনা প্রত্যেকের জীবন থেকেই কিছু না কিছু কেড়ে নিয়েছে। এবার করোনা আবহে সংবাদ শিরোনামে দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারের জীনব সংগ্রামের গল্প।

কোভিড সংকটের সময়ে পাঁচ জনের সংসার চালাতে ভারতের আমেদাবাদের জামালপুর মার্কেটে বসে সবজি বিক্রি করছেন ভারতের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার।

দুইবছর আগে দৃষ্টিহীন বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিলেন তিনি। মেগা ফাইনালে ৪০ ওভারে ৩০৮ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে ম্যাচ জিতেছিল ভারত। সেই দলেই নীল জার্সিতে খেলেছিলেন নরেশ তুম্বার। ভারতের হয়ে জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তুম্বার। দেশে ফেরার পর আমেদাবাদের এই দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারকে একাধিক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

দেশের জার্সিতে বিশ্বকাপ জিতলেও দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারের আর্থিক পরিস্থিতি কিন্তু কোনওভাবেই পাল্টায়নি। সেই কারণে বিশ্বকাপ জেতা ক্রিকেটারকে এখন আমেদাবাদের জামালপুর বাজারে বসে সবজি বিক্রি করতে হচ্ছে।

মহামারীর সময়ে প্রবল অর্থাভাবের কারণেই সবজি বিক্রির পথ বেছে

নিয়েছেন বলে বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার জানিয়েছেন। ২৯ বছর বয়সি নরেশের গলায় এই নিয়ে আক্ষেপের সুর।

বিশ্বকাপ জিতলেও কোনও চাকরি পাননি বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। সঙ্গে তার আরও আক্ষেপ মহেন্দ্র সিং ধোনিরা বিশ্বকাপ জিতলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আর্থিক পুরস্কার দেয়, কিন্তু দৃষ্টিহীন ক্রিকেটারদের জন্য কিছুই করা হয়নি। করোনাকালে বাঁচার জন্য লড়তে অন্তত একটা চাকরি চাইছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ক্রিকেটার। সূত্র: ওয়ানইন্ডিয়া, মাইখেল

সূত্র- বিডি প্রতিদিন